বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের মতো এবারও ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বছরভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং এর অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং এ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত, বেলারুশ, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্কসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণুমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শীঘ্রই পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করবে। জীবপ্রযুক্তি, সামুদ্রিক সম্পদ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিষয়ক গবেষণা এবং পরবর্তীতে গবেষণার প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে শীঘ্রই বাংলাদেশ উন্নত বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির সমপর্যায়ের দেশের সারিতে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সরকারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ড বর্তমানে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে, বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। আশাকরি, এ প্রতিবেদন থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়তে অবশ্যই সক্ষম হব।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মন্ত্রী

মুখবন্ধ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জ্ঞান প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেক্টরের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ উন্মোচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পরমাণু অবকাঠামো তৈরির বিষয়ে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এতে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে একদিন উন্নত বিশ্বের কাফেলায় সামিল হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এ মন্ত্রণালয়, তাই, সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্জন সম্পর্কিত পুস্তিকা। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও তার প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণ, শিক্ষার্থী এবং গবেষকগণ এ পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই পাবেন বলে আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ সিরাজুল হক খান

ভারপ্রাপ্ত সচিব

সূচি

অধ্যায় ১ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

পটভূমি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যাবলি

প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ

বাজেট

অধ্যায় ২ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০১৪- ২০১৫ অর্থ-বছরে

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

অধ্যায় ৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

অধ্যায় ৪ উপসংহার

অধ্যায় ১

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

পটভূমি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি বিভাগ' নামে মার্চ ১৯৭২- এ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৪- এ এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬- এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ' নামকরণ করা হয়। মার্চ ১৯৮৪- এ এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। আগস্ট ১৯৯৩- এ বিভাগটি 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিন্যাস করে ২৪ মার্চ ২০০২- এ এর নামকরণ করা হয় 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ২০১১- এ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নামে দু'টি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়ে সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১১- এ যথাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সময়োপযোগী কর্মদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়** এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থ- সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে;

যেমন:

- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ;
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন ও উন্নয়ন ;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ;

- সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য- উপাত্ত সরবরাহে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং
- বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

প্রধান কার্যাবলি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)- এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন
- বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি- বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের/বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন
- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন।
- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ
- সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও গবেষণার জন্য সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ গঠন ও এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন
- কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ক গবেষণা
- দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বয়ে প্রতিবছর 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' উদযাপন ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড:

(১) বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচি:

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশে ২৫ জন পিএইচডি এবং ১ জন পিএইচডি উত্তর সম্পন্ন করছেন। বিদেশে ১৬ জন পিএইচডি এবং ৬ জন এমএস সম্পন্ন করছেন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উল্লেখ্য যে এ প্রকল্পের আওতায় ২২৫ জন ফেলোর দেশে-বিদেশে পিএইচডি, পিএইচডি উত্তর ও এমএস করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২২১ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

(২) গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি:

দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে "গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান" কর্মসূচির আওতায় ৩১৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ১০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

(৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ((১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক (২) জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক (৩) খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৪৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

(৪) প্রযুক্তি উদ্ভাবন,গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পে অনুদান:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রদান করা হয় । ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ খাতে ৭৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।

(৫) বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬২টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।

(৬) দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদান:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।

(৭) দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ২১টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ, উৎসাহ ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত- এ- খুদা এর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটেরিয়াম **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার** প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা দান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর: ২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখে ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০- এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (এক্সিবিট) প্রদর্শন করে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক): ব্যান্সডক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যান্সডক আইন ২০১০- এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা প্রদান করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করা এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি): জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯- তে মাসে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের

মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)- এর যাত্রা শুরু হয়। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা এবং এর সফল প্রয়োগই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ- উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫- ২০০৬ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে শুরু হলেও ২০১০- ২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বমোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটভিত্তিক কর্মসম্পাদন।

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে বাজেটে অনুন্নয়ন খাতে ২৩২ কোটি ৩০লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩৭১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৯৫১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০১৪- ২০১৫ অর্থ- বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)

www.baec.org.bd

২ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পটভূমি

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিগত চার দশক ধরে দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে এবং গুরূত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, জ্বালানী, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি আধুনিক সেবা প্রদান করছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে পরমাণু চিকিৎসা সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি জাতীয় ইনস্টিটিউটসহ ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট দেশব্যাপী সেবা প্রদান করছে। আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করছে। কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসামগ্রী ও ঔষধ জীবাণুমুক্তকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, উন্নতমানের পলিমার সামগ্রী উদ্ভাবন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আওতায় ধ্বংসাত্বক কাজে পরমাণু শক্তির অপব্যবহার নিরোধ এবং জনগণের পারমাণবিক নিরাপত্তা বিধান, তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা অন্যান্য উৎস হতে সৃষ্ট উচ্চ শক্তির

বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্বে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে পরমাণু শক্তির গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবকল্যাণে এর নানামুখী ব্যবহারে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরমাণু শক্তির ব্যবহার ২১ শতকের মিশ্র জ্বালানি পরিকল্পনায় এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে। দেশের সর্ববৃহৎ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত কার্যকর এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের আওতায় পাবনার রূপপুরে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২ (দুই) ইউনিট বিশিষ্ট মোট ২০০০ মেগাওয়াটের একটি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে, গত ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

ভিশন

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদানের লক্ষ্যে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধন দ্বারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন

মিশন

- ভৌত, জীব ও প্রকৌশল শাখার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মৌলিক, ব্যবহারিক ও উন্নত গবেষণা কর্মসূচির অগ্রগতি সাধন
- পরমাণবিক শক্তি বিষয়ক কর্মসূচির বাস্তবায়ন
- পরমাণবিক প্রযুক্তি নির্ভর সেবামূলক কর্মকান্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে পৌছে দেয়া
- কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তির প্রয়োগ
- পরমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন
- বিকিরণজনিত নিরাপত্তা চর্চা
- খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন- এর সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন চেয়ারম্যান ও ৪ (চার) জন সদস্যসহ মোট ২১২৩টি পদ রয়েছে।

২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে গবেষণা স্থাপনাসমূহে পরিচালিত/সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও

উন্নয়ন কার্যক্রম

পরমাণু শক্তি কেন্দ্র (পশকে)

ক. রসায়ন বিভাগ

বিগত একবছরে রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানীগণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নমুনায় বিষাক্ত ধাতু ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ সনাক্তকরণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উপর রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষার্থে প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, তলানি, মাছ ও জলজ উদ্ভিদে বিভিন্ন ট্রেস মেটাল, বাংলাদেশে বিভিন্ন শহরের বাতাসে বায়ুকণা ও কালো কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে Transboundary Contribution এবং Haze Creating কণার উৎস নির্ণয় করা হয়েছে। এ বিভাগ মোট ২১৬৯টি নমুনার বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন করে মোট ৩০,১৫,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ পনের হাজার) টাকা আয় করে। বিশ্লেষণমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রফতানীযোগ্য পণ্যে বিষাক্ত মৌলের মাত্রা নির্ণয়, রৌপ্য/স্বর্ণপদকের খাঁটিত্ব নির্ণয়, নিদানিক রোগ নির্ণয়, বিভিন্ন ব্যাটারি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশ নমুনায় ক্ষতিকর সীসার মাত্রা নির্ণয় ইত্যাদি।

খ. ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সচল রাখার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক্স বিভাগ যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং স্থাপনের কাজে সেবা প্রদান করে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে ১০টি ইলেকট্রনিক্স মডিউল তৈরি করা হয় এবং ১৫টি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার ও সংশিষ্ট যন্ত্রপাতিসহ টেলিফোন ও ইন্টারকম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এ বিভাগের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

গ. স্বাস্থ্য- পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

বর্তমানে রোগ নির্ণয়, ক্যান্সারের চিকিৎসা, শিল্পখাত, কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষা ও গবেষণাখাতে বিকিরণ যন্ত্র ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সময়ে বিকিরণ ব্যবহারকারী নতুন নিবন্ধনকৃত ২৬২ জন বিকিরণ কর্মীকে ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি ৩৭৩৯৭ প্রতিষ্ঠানের ৮২৭২১ জন বিকিরণ কর্মীকে ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবাদান কর্মকান্ডের আওতায় আনা হয়েছে, যা থেকে ২৬,৮০,৯২৪/- (ছাব্বিশ লক্ষ আশি হাজার নয়শত চব্বিশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। উক্ত সময়ে ১৭৪১টি খাদ্য নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে মোট ৩৮,৫৮,০০০/- (আটত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

ঘ. নন- ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং ডিভিশন (NDT)

এনডিটি মূলত প্রযুক্তিনির্ভর কিছু পদ্ধতি যা প্রয়োগ করে শিল্পে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মানের নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়। বিগত বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, গ্যাসক্ষেত্র, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত এনডিটি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোট ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে এ সেবা প্রদান করে প্রায় ১০,৮০,২২৮/- (দশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত আটাশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঙ. বস্তু বিজ্ঞান বিভাগ

এ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাইক্রো ও ন্যানো স্কেলে চুম্বকীয় বস্তু ও গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ। এছাড়াও হেমাটাইট ও কক্সবাজারের ম্যাগনেটাইট ব্যবহার করে নরম ফেরাইট চুম্বকীয় বস্তুর উদ্ভাবন ও গুণাগুণ পরীক্ষা, XRD ব্যাবহার করে বিভিন্ন অজৈব ও ধাতব পদার্থের গুণাগুণ, গঠন ও পরিমাণগত মান নির্ণয়ের কাজ করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক X-ray diffractin and Scanning Electron Microscope- এর মাধ্যমে সেবাদান কর্মসূচির আওতায় চার লক্ষাধিক টাকার অধিক অর্জিত হয়েছে।

পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট/ইউনিট/সুবিধাসমূহে পরিচালিত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের বিবরণ নিম্নরূপ:

পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএনএসটি)

প্রতিবেদনাধীন সময়ে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএনএসটি) থেকে ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এমএস, এম ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়া এ সময়ে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ৩২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ক. রেডিও- আইসোটোপ উৎপাদন বিভাগ

২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে রেডিওআইসোটোপ উৎপাদন বিভাগ ৮৯২টি টেকনিশিয়াম- ৯৯এম ক্রোমাটোগ্রাফিক জেনারেটর উৎপাদন করেছে (প্রতিটি ১০- ১৫ জিবিকিউ শক্তি বিশিষ্ট), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক যার নিধারিত মূল্য ৬৯২.৮৫ লক্ষ (ছয়কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা মাত্র এবং মোট ১৩৪৮.৬১ জিবিকিউ আয়োডিন- ১৩১ ডিসেপেন্সিং করে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ৫টি সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে; যার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মোট মূল্য ১১৯.২৮ লক্ষ (এক কোটি উনিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা মাত্র।

খ. স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট (HP&RWMU)

পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত BAEC TRIGA Research Reactor (BTRR)- এর ১০ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে সংগৃহীত পরিবেশগত নমুনা (যেমন মাটি, পুকুরের পানি, টিউবওয়েলের পানি, শাক- সবজি, দুধ, মাছ ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে গামা স্পেকট্রোমেট্রি সিস্টেমের সাহায্যে Data সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে তৈরিকৃত Report কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়েছে। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা- এর টেলিথেরাপি বিভাগে Depleted Uranium সনাক্তকরণের জন্য Radiation Survey করা হয়।

গ. নিউক্লিয়ার এন্ড রেডিয়েশন কেমিস্ট্রি বিভাগ (NRCD)

এ বিভাগে পলিভিনাইল অ্যালকোহোল ও ক্যাপা- ক্যারাজিনন থেকে তৈরিকৃত হাইড্রোজেল রোগীর বাহ্যিক ক্ষতে Clinical Test- এর জন্য উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকায় সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও, জিলেটিন/পলিভিনাইল অ্যালকোহল বেলন্ড ফিল্মের পরীক্ষণ, মাটিতে সুপার ওয়াটার অ্যাবজরবেন্ট হাইড্রোজেলের উপস্থিতিতে গম বীজের জারমিনেশন এনার্জি পর্যবেক্ষণ, পানীয় জলের ভৌত গুণাবলী পরিমাপের কাজ করা হয়েছে।

ঘ. আইসোটোপ হাইড্রোলজি বিভাগ (IHD)

সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে চট্টগ্রাম ওয়াসা (CWASA) কৃর্তক গৃহীত ‘‘Chittagong Water Supply Improvement and Sanitation Project (CWSISP)’’ শীর্ষক প্রকল্পে Isotopic Study সংক্রান্ত কাজে Sub-consultant হিসেবে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও ইন্সিটটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM)- এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মাসে প্রকল্প এলাকায় ভূ- গর্ভে পানির উপযুক্ত স্তর সনাক্তকরণের লক্ষ্যে Vertical Electrical Sounding (VES) Survey সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকায় একটি Borehole- এর Geophysical Logging- এর কাজ সম্পাদন করা হয়।

খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএফআরবি)

সাভারস্থ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএফআরবি) ৫০,০০০ কুরি ক্ষমতাসম্পন্ন গামা সোর্স ব্যবহার করে নানাবিধ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বিগত অর্থ বছরে এ ইনস্টিটিউট থেকে ৬জন ছাত্র- ছাত্রী এম.এস.সি, এম.ফিল. এবং পিএইচ.ডি পর্যায়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ১৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ইনস্টিটিটের অধীনে ৮টি বিভাগ ও ১টি ইউনিট কর্তৃক গৃহীত/সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা

কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক. গামা সোর্স বিভাগ

এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হলো ইরাডিয়েশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের প্রসার, চিকিৎসা সামগ্রীর মান উন্নয়ন এবং খাদ্য ও কৃষি দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি এ বিভাগ প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশের প্রায় ২৫টি ফার্মাসিউটিক্যাল/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিকিরণ সেবা প্রদান করেছে। এ বিভাগ কর্তৃক চিকিৎসা ও খাদ্যের নমুনায় বিকিরণ সেবা প্রদান বাবদ ২৯,৮৭,৮৯৫/- (উনত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র আয় হয়েছে।

খ. বিকিরণ কীটতত্ত্ব ও মাকড়তত্ত্ব বিভাগ

বিকিরণ কীটতত্ত্ব ও মাকড়তত্ত্ব বিভাগ প্রধানত পারমাণবিক প্রযুক্তি, জীবজ দমন পদ্ধতি এবং রাসায়নিক আপদনাশক ব্যবহারপূর্বক গুদামজাত ও মাঠপর্যায়ের কৃষিপণ্যের ক্ষতিকর পোকামাকড় অবদমন সংক্রান্ত গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছে। কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও তৎসংলগ্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন এলাকায় বন্ধ্যামাছি অবমুক্তকরণ পদ্ধতিতে শুঁটকি মাছের প্রধান শত্রু বো- ফ্লাই দমনের জন্য বৃহৎ পরিসরে বন্ধ্যামাছি উৎপাদনের নিমিত্তে কম খরচে সহজ পদ্ধতিতে মানসম্পন্ন কৃত্রিম খাবার উদ্ভাবন করা হয়েছে।

গ. খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের আমের (ফজলী, ল্যাংড়া, আশ্বিনা, হিমসাগর ও আম্রপালী) Functional properties যেমন phenol, flavonoid, Vitamin C, reducing sugar, TSS, acidity, pH ইত্যাদি অ্যানালাইসিস- এর কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। উপরে বর্ণিত ৫টি জাতের আমের মধ্যে Functional properties ও এন্টিঅক্সিডেন্ট- এর জন্য ল্যাংড়া সবচেয়ে ভালো জাতের আম। বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর পুষ্টিমান বিশ্লেষণ বাবদ ৪৮,৬০০/- (আটল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঘ. এগ্রোকেমিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ বিভাগ

প্রতিবেদনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত ১৫টি শাক- সবজির নমুনা GC-MS ও HPLC যন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। HPLC, GC-MS এবং AAS যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, British American Tobacco Bangladesh, Square Consumer Products Ltd., Mojumder products Ltd থেকে প্রাপ্ত নমুনায় বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং Trace & Heavy metals বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ২,৮৮,১০০/= (দুই লক্ষ

আটাশি হাজার একশত) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঙ. কীট জীবপ্রযুক্তি বিভাগ

এ বিভাগ কর্তৃক ফলের মাছির বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেলন, এবং অরিয়েন্টাল ফলের মাছির পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে মাছির জীবনদশায়- এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, সতেজ সবজির Quarantine treatment- এর জন্য বিকিরণ ও Microwave energy (ক্ষুদ্র তরঙ্গ শক্তির) সমন্বিত প্রয়োগ ইত্যাদি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

চ. উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি ও জীন প্রকৌশল বিভাগ

কার্বন আইন বিম ব্যবহার করে মিউটেশন প্রয়োগে ধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নের কাজ চলছে। কতকগুলো ভেষজ, সৌন্দর্যবর্ধক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ, যেমন Stevia (Stevia rebaudiana), Aloevera (Aloe barbadensis), Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium), Dahlia (Dahlia hybrida), Gladeolus (Gladeolus grandifolius), Paulownia (Paulownia tomentosa), Banana (Musa spp.), China rose (Rosa spp.), Berry (Syzygium cumini), Turmaric (Curcuma longa) প্রভৃতির in vitro cloning পদ্ধতি ডেভেলপ করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিনা (BINA)- এর সাথে যৌথভাবে উচ্চ ফলন ও আগাম পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধানের একটি মিউট্যান্ট লাইন উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

ছ. মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইরাডিয়েশন বিভাগ

এ বিভাগ কর্তৃক গামা রশ্মির প্রভাবে চিকিৎসা সামগ্রী যেমন কটন বাডের অণুজীবগত মানের পরিবর্তন পরীক্ষা, ফ্রিজ ড্রাইড স্টার্টার কালচার প্রস্তুতকরণের জন্য বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন দই থেকে বিভিন্ন ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া আহরণ এবং সনাক্তকরণের কাজ চলছে। পাঁচটি বিভিন্ন ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া L. acidophilus, L. casei, L. brevis, L. viridescens, and L. bulgaricus সনাক্ত করণ ইত্যাদি কাযক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন এন্ড পলিমার টেকনোলজি

ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন এন্ড পলিমার টেকনোলজি (আই.আর.পি.টি.) ইনস্টিটিউটের ৩৫০ কিলো কিউরি কোবাল্ট- ৬০ ইরেডিয়েটরটি গবেষণা ও সেবা প্রদানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ইরেডিয়েটর পোড়া ঘাসহ নানা ধরনের ক্ষত ও ব্যথা নিরাময়ের জন্য উন্নতমানের কোলাজেন ব্যান্ডেজ ও হাইড্রোজেল তৈরি, চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণু ও দূষণমুক্তকরণ, কৃষিজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ (Quarantine) ও সংরক্ষণ, দ্রব্যের গুণগতমান উন্নয়ন, রেডিয়েশন প্রসেসিং টেকনোলজি ব্যবহারের

মাধ্যমে নানা উপকরণ তৈরি, যেমন চিংড়ির খোসা এবং সামুদ্রিক শেওলা থেকে শস্য, ফল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক উপাদান তৈরি, শিল্পের বর্জ্য দূষণমুক্ত করে এ থেকে তরল সার তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। এ স্থাপনা ব্যবহারকারীদের মধ্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, খাদ্যশস্য সংরক্ষণকারী ও বিপণনকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং রেডিয়েশন প্রসেসিং বিষয়ে গবেষক ও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য গবেষণারত ছাত্র- ছাত্রী উল্লেখযোগ্য।

ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স (আইসিএস)

ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স- এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বাপশক- এর নিজস্ব জনবল ও বাইরের প্রশিক্ষণার্থীগণকে আইসিটি- এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে Online E-notice Board Management System-এর নকশায়ন ও তৈরির জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। কমিশনের সকল নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারগুলোতে রোগীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধীকরণ এবং রিপোর্ট প্রদানের জন্য ‘‘Online Registration and Report Delivery System Software’’টি তৈরি করা হয়। এছাড়া কমিশনের বিভিন্ন Web-based Software/Applications গুলোকে একত্র করে একটি Web Portal- এর মাধ্যমে উপস্থাপন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ওয়েবসাইট- এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কমিশনের ওয়েবসাইটে টেন্ডার, নোটিশ, সার্কুলার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনলাইন নোটিশ বোর্ডে প্রচার, এশিয়ান নিউক্লিয়ার সেফটি নেটওয়ার্ক- এর জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়।

সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর (CCRR)

সাভারস্থ তিন মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রিগা মার্ক- ২ গবেষণা রিঅ্যাক্টরটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা স্থাপনা। গবেষণা রিঅ্যাক্টরটি রেডিওআইসোটোপ উৎপাদনসহ বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, যেমন নিউট্রন একটিভেশন এনালাইসিস, নিউট্রন রেডিওগ্রাফি, নিউট্রন স্ক্যাট্যারিং এবং জনবল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর- এর প্রকৌশলী/বিজ্ঞানীগণ রিঅ্যাক্টরটি স্থাপনের পর থেকে এ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও IAEA- এর সাথে Non-Proliferation Treaty (NPT)-এর অধীনে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক Safeguards Agreement এবং Protocol Additional to the Safeguards Agreements- এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, যেমন Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical Inventory Listing (PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations ইত্যাদি নিয়মিত প্রস্তুত করে আসছে। প্রতি বছর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এসকল প্রতিবেদন IAEA- তে প্রেরণ

করা হয়।

টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিসার্চ ইউনিট (টিবিবিআরইউ)

এ গবেষণা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত প্রাণিজ/মানবীয় টিস্যু সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করে পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহকরণ। উল্লেখিত সময়ে এ ইউনিটের গবেষণাগারে ১৬৯৫টি অ্যামনিয়ন মেমব্রেন ও ৬৬১টি অস্থি সংগ্রহ করে ৪২৪৮টি অ্যামনিয়ন এবং ১১৩৭২সিসি অস্থি গ্রাফট তৈরি করা হয়েছে। এ সময়ে ৩৫৩৩টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১০৫৮৬ সিসি অস্থি গ্রাফট প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও মান- নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পন্ন করে দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া এ ইউনিটের গবেষণাগারে এমএস পর্যায়ের ৪ জন ছাত্র- ছাত্রী গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে ও এ ইউনিট থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ২টি।

পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে নতুনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে। গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

১। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের (RNPP) ডিজাইন কাজে তথ্য এবং উপাত্ত প্রদান করে সহায়তা প্রদান এবং মনুষ্যসৃষ্ট ও বহিস্থ প্রভাবসমূহ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে একটি গোল টেবিল আলোচনা গত ১৫-১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের বিশেষজ্ঞ, কমিশনের এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত গোল টেবিল আলোচনায় অংশ নেন;

২। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে অনুষ্ঠিত "IAEA-BAEC Workshop on Management of NPP Project" শীর্ষক কর্মশালায় সুপারিশের আলোকে IAEA Safety Guide GS-G 3.1 and GS-G 3.5 অনুসরণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের জন্য একটি Computer Aided Project Management System চালু করার বিষয়ে গৃহিতব্য পদক্ষেপ, কার্যপন্থা, স্কোপ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত কমিটি বাপশক-এ প্রতিবেদন পেশ করেছে;

৩। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে "The Rooppur Nuclear Power Plant Act-2014" প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক Review করা হয়েছে;

৪। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের এটমস্ট্রএক্সপোর্ট- এর মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তির আওতায় Milestone-1Ges Milestone-2 এ উল্লিখিত ডকুমেন্টসমূহ কমিটি কর্তৃক Quality Check এবং Quality Recheck করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডকুমেন্টসমূহ Site Engineering Survey & Environmental Studies এবং Environmental Impact Assessment সংক্রান্ত Technical Review Team কর্তৃক মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ডকুমেন্টসমূহের Feasibility Evaluation এবং NPP Quality Assurance Program ও Quality Assurance Program for NPP Siting সংক্রান্ত Technical Review Team কর্তৃক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

৫। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের এটমস্ট্রএক্সপোর্ট- এর মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তির আওতায় Milestone-1 ও Milestone-2 এ উল্লিখিত ডকুমেন্টসমূহের Feasibility Evaluation এবং NPP Quality Assurance Program ও Quality Assurance Program for NPP Siting সংক্রান্ত Technical Review Team মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নকৃত প্রতিবেদন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে;

৬। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের এটমস্ট্রয়এক্সপোট- এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ১য় চুক্তির (Contract No. 77-258/1110500) Milestone- 3 এর আওতায় প্রেরিত ডকুমেন্টসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন গত ১০-১৩ নভেম্বর ২০১৪ বাপশক এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে;

৭। গত ২১-২২, নভেম্বর ২০১৪ তারিখে কর্মকর্তাগণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। উক্ত সফরে রাশিয়ান ফেডারেশন পক্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প এলাকায় এক সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোচনা হয়:

- রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় Pioneer এবং Survey base নির্মাণ করার সময় ইতোমধ্যে যে পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন হয়েছে সেই সমস্ত বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়;
- রূপপুর প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণের মধ্যে পারমাণবিক বিষয়ে যথাযথ সচেতনতার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের সহযোগতায় একটি Multi Dimensional Information Center স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়;
- Pioneer এবং Survey base নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংগ্রহণের জন্য প্রকল্প এলাকায় একটি ২০ মেগাওয়াট স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়;
- প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প সংলগ্ন একটি পুলিশ

ফাঁড়ি নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়;

- চুক্তি মোতাবেক রাশিয়ান ফেডারেশনের বিশেষজ্ঞগণের বাংলা কুটিরে আবাসন নিশ্চিত করার জন্য বাংলা কুটিরে চলমান সংস্কারের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়;

৮। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে NPP Quality Assuramee Program এর ডকুমেন্টসমূহ মূল্যায়নের জন্য গঠিত Technical Review Team এর একটি সভা গত ৬ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ৭ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দ্বিতীয় চুক্তির ১ম মাইলস্টোনের অধীন Quality Assurance Program for Rooppur NPP Design এর কারিগরি মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়;

৯। রাশিয়ান প্রতিনিধিদলের সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনার বিষয়ে আলোচনার জন্য তিন (০৩) টি Subgroup গঠন করা হয়:

(ক) Technical Sub-working group on “Nuclear Stake-holder Involvement”

(খ) Technical Working group on “Nuclear infrastructure”

(গ) Joint working group on “Nuclear Education and Personnel Training”

১০। গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৫-১৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশনের সফররত প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে “Bilateral cooperation of the Russian Federation and Peoples Republic of Bangladesh to Establish and improve the national infrastructure nuclear power program শীর্ষক Action Plan স্বাক্ষরিত হয়;

১১। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় JSC Atomstroyexport কর্তৃক Pioneer Base এর Land filling কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

১২। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে “General Contract for Rooppur NPP Construction বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১৫-২৩ মার্চ, ২০১৫ সময়ে রাশিয়ায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাশিয়া সফর করেন। উক্ত সফরে General Contract-এর Several Clause-এর উপরে Preliminary discussion সম্পন্ন করা হয়;

১৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomstroyexport -এর মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় চুক্তির (Contract No- 77-258/130880) Milestone-2 এর আওতায় প্রেরিত ডকুমেন্টসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন কমিশনের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক শেষ

হয়েছে;

১৪। বাংলাদেশের পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে IAEA এর সহযোগীতায় পরিচালিত Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission এর আলোকে গত ১৬-১৯ মার্চ ২০১৫ সময়ে IAEA এর ০৩ জন expert বাংলাদেশ সফর করেন এবং ২০১৬-১৯ Cycle এর জন্য Integrated Workplan এর draft প্রস্তুত করেন। IAEA পরে এই draft workplan review করে final করবে;

১৫। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের Physical Protection বিষয়ে Russian Federation-এর Atomstroyexport-এর সহযোগিতায় "Basic Approaches to Developing of NPP Physical Protection System"- শীর্ষক একটি সেমিনার গত ২৩-২৫ মার্চ, ২০১৫ সময়ে বাপশক-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, এনএস আই র‍্যাব, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বায়েরা এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন;

১৬। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে General Contract for Rooppur NPP Construction বিষয়ে গত ০৭-১৮ এপ্রিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomstroyexport-এর সাথে ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় reference Plant টাইপ এবং NPP Design নিয়ে আলোচনা হয়;

১৭। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এলাকায় Pioneer base এবং মূল নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় electrical Power সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিমন এবং JSC Atomstroyexport-এর মধ্যে সম্পাদিত ৩য় চুক্তির অধীন প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত Sub-station-এর capacity নির্ধারণ এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনার উদ্দেশ্যে গত ২২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাপশক-এ PGCB, BPDB এবং কমিশনের বিজ্ঞানীবৃন্দ সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়;

১৮। গত ২০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে Co-ordination Committee on RNPP Project in Bangladesh-এর একটি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ পক্ষে নেতৃত্বে দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং রাশিয়ান পক্ষের নেতৃত্ব দেন JSC, NIAEP-এর President পরে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;

১৯। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomstroyexport-এর

মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় চুক্তির (Contract No- 77-258/1308800) Milestone 2 এর আওতায় প্রাপ্ত Technical Design Document (PSAR, PSA, Radiation Protection and Waste Management) সমূহ পুন: নিরীক্ষণ করার লক্ষ্যে Review কমিটির General Safety সম্পর্কিত সভা গত ০৬-০৭ মে, ২০১৫ Rooppur NPP ভবনে অনুষ্ঠিত হয়;

২০। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের Site Engineering Survey & Environmental Studies এবং Environmental Impact Assessment সংক্রান্ত Technical Report সমূহের মূল্যায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক এতদ্‌সংক্রান্ত Technical Review Team-এর মূল্যায়ন সভা গত ৬, ৭, ৯, ২০ এবং ২১ মে, ২০১৫ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়;

২১। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের মূল কাজের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের এটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট এর মধ্যে General Contract নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল গত ১৮-৩০ মে, ২০১৫ রাশিয়া সফর করেন;

২২। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রর মূল নির্মাণ কাজের State Export Credit-বিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল গত ১৩-১৮ জুন, ২০১৫ রাশিয়া সফর করেন।

পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

প্রতিবেদনাধীন সময়ে আমদানীকৃত ১০১৬৫টি খাদ্যদ্রব্যের নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে মোট ১২,১৭,৯৪,৫৯০/- (বার কোটি সতের লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাচশত নব্বই) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্র, কক্সবাজার

সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভারী খনিজ এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ক্যাম্পাসে সংরক্ষিত কাঁচাবালি থেকে কেন্দ্রের পাইলট প্লান্টে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পৃথকীকরণ করা হয়েছে। উৎপাদিত মোট খনিজের পরিমাণ ১৪.১০১ টন।

পরমাণু চিকিৎসা ও গবেষণা

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পরমাণু চিকিৎসা ব্যবস্থা। ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত ১টি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট

অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইড সায়েন্সসসহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/সদর হাসপাতাল সংলগ্ন ১৪টি ইনমাস- এ (ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইড সায়েন্সেস, ঢাকা, মিটফোর্ড, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ সকল ইনস্টিটিউট থেকে ৩,৮০,৮৫৩ (তিন লক্ষ আশি হাজার আটশত তেপান্ন) জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে; যা থেকে আয় হয়েছে মোট ২০,৮৭,৯৩,৮৯০/- (বিশ কোটি সাতাশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত নব্বই) টাকা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

কক্সবাজারে নবনির্মিত ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইড সায়েন্স

উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার অনুসরণে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকর্তৃক ৬টি এডিপি প্রকল্প চলমান

রয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
৬টি	**৩৬৩০৮০.০০**	**৩৬২৪৭০.৩০** **৯৯.৮৩%**	**১২টি**

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

www.bcsir.gov.bd

পটভূমি

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ তদানীন্তন পিসিএসআইআর-এর পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত নম্বর ১(২৪)/৭৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

বিসিএসআইআর-এর বিভিন্ন গবেষণাগার / ইউনিট এর অবস্থান

ভিশন

বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উদ্ভাবনে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে প্রতিষ্ঠা

মিশন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সুবিধা-অনুকূল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা

জনবল

বিসিএসআইআর এর জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৫০১টি। বর্তমানে কর্মরত ৮৭০টি এবং শূন্য পদ ৭১১টি

বিসিএসআইআর-এর প্রধান কার্যাবলি

- শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াবলি বাস্তবায়নকল্পে বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণার প্রবর্তন, উন্নয়ন ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণাগার, ইনস্টিটিউট ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা কর্মসূচি ও প্রকল্পের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাকর্ম থেকে উদ্ভূত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং উক্ত বিষয়সমূহের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও সাময়িকী প্রকাশ;
- শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন;
- পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ও গবেষণাগারে উদ্ভাবিত গবেষণা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট গ্রহণ এবং তা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিষদের আওতাধীন গবেষণা কাজে ফেলোশিপ প্রবর্তন ও প্রদান;

২০১৪- ২০১৫ অর্থবছরে বিসিএসআইআর- এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

জাতীয় শিল্প উন্নয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিসিএসআইআর- এ কর্মরত ২৬৪ জন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী বর্তমানে শতাধিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করছেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে ৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট (টিএ) প্রকল্প ১ টি, ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফাণ্ড প্রজেক্ট ১ টি। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্র- ছাত্রী তাঁদের এমএস/এমফিল/পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য এ সংস্থার বিজ্ঞানীদের সহায়তায়/তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ করে যাচেছন। প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ.ডি. শিক্ষার্থীকে ফেলোশিপ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকর্মে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।

২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা:

- দেশি- বিদেশী জার্নালে ৮০ টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;

২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে প্রসেস/ পেটেন্ট ইজারা প্রদানের সংখ্যা:

- গৃহীত প্রসেসের সংখ্যা ১১ টি;
- গৃহীত পেটেন্টের সংখ্যা ৪ টি;
- স্থানীয় শিল্প- উদ্যোক্তার মধ্যে ইজারা প্রদান ১২ টি পদ্ধতি।

বিসিএসআইআর- এর ডিআরআইসিএম এর আয়োজনে গবেষণা, শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ডিআরআইসিএম- এর সম্ভাবনা ও সমস্যাবলী উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনার।

২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে বিসিএসআইআর- এর ইউনিটভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা

- কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ফলমূল পাকানোতে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত ইথোফেন সনাক্তকরণে ‘‘ইথোফেন সনাক্তকরণ কিট’’ তৈরি
- দেশে উৎপাদিত হলুদ থেকে Curcumin নামক প্রাকৃতিক রঙ তৈরি
- ল্যাবরেটরি স্কেল টেক্সটাইল ইফ্লুয়েন্টট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) তৈরি
- ক্যাপাসিটর তৈরির জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল তৈরি
- উচ্চ চৌম্বকীয় গুণাবলি সম্পন্ন ন্যানো- সাইজ অক্সাইড ম্যাটেরিয়াল তৈরি
- দেশীয় আবহাওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ স্পিরুলিনা উৎপাদন

- Institute of National Analytical Research and Services (INARS)- এর অ্যানালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরির পানির ৩৪ টি প্যারামিটার বিশ্লেষণের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন
- টিস্যু কালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন
- আধুনিক মলিকুলার পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগসমূহ সনাক্তকরণ
- পাকা আমের খোসা থেকে স্টার্চ এবং পেকটিন তৈরি

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম

- বার্ড ফ্লু ভাইরাস সনাক্তকরণের প্রযুক্তি উন্নয়ন
- ফলমূল, শাক- সবজিতে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীটনাশক যেমনঃ মেলাথিয়ন, ফিপ্রোনিল, ক্লোরোপাইরিফস ইত্যাদি সনাক্তকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- এন্টিবায়োটিক যেমনঃ ক্লোরামফেনিকল ও টেট্রাসাইক্লিন সনাক্তকরণের কৌশল উদ্ভাবন
- বিদেশ হতে আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্য ও পশু খাদ্যে শূকরের ডি এন এ পরীক্ষার প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- খাদ্যশস্যের বীজ, খাদ্যদ্রব্য ও সবজিতে Genetically Modified Organism (GMO) সনাক্তকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- মাছ, চিংড়ি ও আলুর ক্ষতিকারক ভাইরাস সনাক্তকরণের কৌশল উদ্ভাবন

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাজশাহী

- রেশম মূককীট হতে তেল উৎপাদন যা ফিনাইল তৈরীর কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ কার্নেল (Kernel) উৎপাদন যা পোলট্রি ও ফিশ ফিডের কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়
- কাচাঁ ও পাকা আম হতে পাল্প উৎপাদন যা দেশীয় জুস এবং ক্যান্ডি শিল্পের কাচাঁমাল হিসেবে চাহিদা পূরণে সক্ষম
- আখের ছোবরা হতে ত্রিমাত্রিক গুণ সম্পন্ন তরল সার উদ্ভাবন
- লাক্ষা হতে মোমবিহীন চাচ উদ্ভাবন
- আমলকি হতে উচ্চ মাত্রার প্রাকৃতিক ভিটামিন সমৃদ্ধ সাশ্রয়ী মোরব্বা এবং ক্যান্ডি উৎপাদন যা শিশু- কিশোরদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে অবদান রাখতে পারে
- ১১ টি প্রবন্ধ দেশী এবং বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে
- প্রসেস গৃহীত হয়েছে ৩ টি, প্যাটেন্ট ৩ টি এবং স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে ৫ টি প্রসেস
- এলসিএমএস এবং পিসিআর যন্ত্রের উপর যথাক্রমে ৩০ জন এবং ২৪ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং গবেষকদের এপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান যা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ গবেষণা সহায়ক চুক্তি (Memorandum of Understanding) সম্পন্ন

পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিপি এন্ড পিডিসি)

- পিপি এন্ড পিডিসির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিসিএসআইআর এ উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রসেসের পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রসেস অপটিমাইজেশন এবং আর্থ- কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রসেস বাণিজ্যিকিকরণ নিশ্চিত করা। এই সেন্টারের বিদ্যমান বিভিন্ন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পাইলট প্ল্যান্টের বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের ডিজাইন ও ফ্যাব্রিকেশন করে পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডি সম্পাদন করা হয়
- বর্তমানে সর্বমোট পাঁচটি আরএনডি প্রজেক্ট চলমান আছে, উনিশটি প্রসেস ইজারা দেয়ার অপেক্ষায় আছে, চারটি প্রসেস বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে যার মধ্যে দুইটি ইজারাকৃত প্রসেস দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন চলছে
- এডিপির আওতায় স্থাপিত ল্যাবরেটরিতে টিএমএ/ডিএমএ, ইউটিএম, ওইএস, এক্সআরডি, ডিটি- টিজিএ ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে ম্যাটেরিয়াল এর কম্পোজিশন ও গুণাবলী সংক্রান্ত টেস্টিং সুবিধাদির ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা কাজে এবং বৃহৎ, মাঝারি, সরকারি, বেসরকারি ও সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত টেস্টিং সেবা প্রদান করা হয়
- চলমান এডিপি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে পাইলট প্ল্যান্ট ইউনিট ও ওয়ার্কশপের উন্নয়নের কাজ চলছে, এছাড়া যথাযথভাবে পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডির জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ চলছে

জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (আইএফআরডি)

- ৬ টি প্রবন্ধ দেশী এবং বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে
- বিসিএসআইআর- এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি: বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান ১৫ টি
- বিজ্ঞানী/ গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ সৃজনে ১৩ জন ফেলোর গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হয়েছে
- ২১০ টি প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ বিষয়ে বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে

খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএফএসটি)

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পৌরসভা স্যানিটারী ইন্সপেক্টারদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যে ভেজাল সনাক্তকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়
- SME ফাউন্ডেশন ও বিসিএসআইআর- এর যৌথ উদ্যোগে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে আইএফএসটি এর উদ্ভাবিত পদ্ধতি এর প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়
- খাদ্যে ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক ও অনুজীবের উপস্থিতি নির্ণয় করার লক্ষ্যে Food and Agriculture Organization (FAO) - এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও তদানুযায়ী

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর কর্মকর্তাদের খাদ্যের মান পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ- প্রদান করা হয়েছে। আইএফএসটি- এর স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে আইএফএসটি- এর কর্মকান্ড, উদ্ভাবিত পণ্য- ও সেবাসমূহের বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়
- খাদ্য লবণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে BDS অনুযায়ী লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিষয়ে Control of Iodine deficiency Disorder (CIDD) Project Stuff এবং বিসিক- এর ইন্সপেক্টর ও কেমিষ্টদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- আইএফএসটি কর্তৃক ৩৪ টি পেপার, ৮টি প্রসেস ও ৩ টি প্যাটেন্ট গৃহীত হয়েছে

বিসিএসআইআর- এ ৪ সপ্তাহব্যাপী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণলায়ের সচিব খন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান।

কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও টেস্টিং ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি)

- নিম্নোক্ত দু'টি বিশেষ অনুদান প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে:
    1. Extraction of valued materials from Zn-dross, a waste Materials of galvanizing industry- Special Allocation project.
    2. Adsorption of oil, organic pollutants from waste water using synthesized organo clay from bentonite- Special Allocation project.
- নিম্নোক্ত দু'টি প্রসেস গৃহীত হয়েছে:
    1. Process for Production of Bone ash for Ceramic.
    2. Process for Production of dicalcium phosphate for human use.
- শিল্প কারখানা পরামর্শ সহায়তা:

    ১. ওয়াল আর্ট বিডি লিমিটেডের একটি পণ্য 3D টাইলস তৈরীর সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

    ২. সিমিক্স কেমিক্যাল লিমিটেডের একটি পণ্য Adminer এর মান উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

- ৩ টি প্রবন্ধ দেশী এবং বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
- স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার নিকট ১ টি প্রসেস ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই)

- ক্রোমিয়াম মুক্ত চামড়ার ট্যানিং এজেন্ট (গ্লুটার‍্যালডিহাইড) উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব
- ফুটওয়্যার শিল্পের জন্য হিট রিঅ্যাকটিভেশন ডিভাইস উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের লেদার গুডস ও পাদুকা শিল্পের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী
- চামড়া শিল্পের বর্জ্য - সেভিং ডাস্ট হতে চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এটি সাভারে বাস্তবায়নাধীন চামড়া শিল্প নগরীর কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য সমাধান হবে এবং বর্জ্য হতে অর্থকরী পণ্য উৎপাদনও সম্ভব হবে। উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি চামড়া শিল্প হতে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধে বহুলাংশে সহায়ক হবে

ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারলজি এন্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম)

- ইন্সটিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি এন্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম), বিসিএসআইআর, জয়পুরহাট
- ধানের তুষ হতে সিলিকা- জেল এবং চামড়ার শেভিং ডাস্ট হতে জুতোর শুকতলার উপাদান প্রস্তুতকরণের পেটেন্ট অর্জন
- দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে বেভারেজ ক্যান হতে অ্যালুমিনিয়াম (অ্যালয়) উদ্ধার এবং বিভিন্ন ধরণের পাথর ও মিনারেল হতে জেম স্টোন/প্রিসিয়াস স্টোন প্রস্তুতের পদ্ধতির পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান
- বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই হতে অ্যালুমিনা নিষ্কাষণের পদ্ধতি নিরূপন
- স্বল্প তাপমাত্রায় ক্লে ও পাথরের গুড়ার সংমিশ্রনে নতুন ধরণের সিরামিক টাইলস প্রস্তুতকরণের পদ্ধতি নিরূপণ
- ৭ (সাত) টি আন্তর্জাতিক ও ৪ (চার) টি দেশীয় জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ
- সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়ার সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। এর আওতায় প্রধানত ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবেশপথের স্যান্ড- বার হতে মূল্যবান মিনারেল চিহ্নিত, পরিমান নির্ধারণ, নিষ্কাষণ পদ্ধতির ফ্লো- শীট নিরূপন এবং দেশী- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট মাইনিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত তথ্যাদির উপস্থাপন

ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (ডিআরআইসিএম)

- মেট্রোলজির সর্বোচ্চ আর্ন্তজাতিক সংস্থা Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) এবং Asia Pacific Metrology Program (APMP) - এর সদস্যপদ অর্জন

- আমেরিকান ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অকুকেয়ার উৎপাদিত ঔষধের জৈব সমতা পরীক্ষাকরণ
- ক্যালিব্রেশন সার্ভিস দেয়ার উদ্দেশ্যে ৬টি Scope তৈরি
- আর্ন্তজাতিক সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর দি প্রহিবিশন অব কেমিক্যাল উইপনস (OPCW)-এর ডেজিগনেটেড ল্যাবরেটরি হিসেবে মনোনীত হয়ে বিশ্বের ১৯০ টি দেশের সাথে কারিগরি কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ
- ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, ব্যুরো ভেরিতাস, প্রাণ-আরএফএলগ্রুপ, আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড, কিউটেক্স সল্যুইশান এবং এলগাসল বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে সেবা চুক্তি স্বাক্ষর
- এনপিএল-ইন্ডিয়া, আইপিকিউ-পর্তুগাল এবং এলগাসল-ইউএসএ এর সাথে যৌথ গবেষণার জন্য MoU স্বাক্ষর
- অন্যান্যের মধ্যে আইএলসি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ, সিআরএম প্রস্তুতকরণ, ১২ টি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ৯ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান
- ৬০ জন গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে সহায়তা প্রদান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

www.novotheatre.gov.bd

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার বিজয় সরণি এলাকায় ৫. ৪৬ একর জমির উপর ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের একমাত্র প্ল্যানিটেরিয়াম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে নভোথিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এটি দেশের সকল নাগরিক ও শিক্ষার্থীকে বিনোদনের মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও তথ্য প্রদান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভিশন

দেশের নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের বিনোদনের মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও তথ্য প্রদান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ

মিশন

মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনী পরিচালনা, মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা, বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এক্সিবিটস এবং বৈজ্ঞানিক দিকসমূহ জনগণের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন এবং এ সকল তথ্য ও চিত্র, বই- সাময়িকী জনগণের জন্য সহজলভ্য করা

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬৩টি পদের সংস্থান আছে। বর্তমানে একজন মহাপরিচালকসহ ৪৩ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

৫-ডি ইন্টার-অ্যাকটিভ এডুটেইনমেন্ট সিমুলেটর

ফটো এক্সিবিশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী	লার্জ ফর্মেট ফিল্ম উদ্বোধনকালে মাননীয় মন্ত্রী

প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- মহাকাশ বিষয়ক অপটো- মেকানিক্যাল ও ডিজিটাল ছবি প্রদর্শনী পরিচালনা
- বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ও ডিজিটাল এক্সিবিটস- এর বৈজ্ঞানিক দিকসমূহ জনগণের কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন
- Astrovision show এবং Film আধুনিকায়ন, পরিবর্তন ও যুগোপযোগীকরণ
- জ্যোতির্বিজ্ঞানের নুতন নুতন তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিত

সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে দেশের জনগণ তথা দেশের ছাত্র সমাজকে অবহিতকরণ

- সায়েন্টিফিক লাইব্রেরী স্থাপন করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও চিত্র, সাময়িকী, বই- পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- নভোথিয়েটারের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে পত্র- পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত ও আকৃষ্ট করা এবং ব্রশিউর, লিফলেট ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে স্কুল- কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
- স্পেস রাইড সিমুলেটর, থ্রি- ডি মুভি এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও জ্ঞানবিকাশে সহায়ক সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা
- মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে নভোথিয়েটারকে Centre of Excellence এ পরিণত করা

পারমাণবিক তথ্য কেন্দ্রে মাননীয় মন্ত্রী	শিক্ষার্থীদের মাঝে মাননীয় মন্ত্রী এবং রাশিয়ান প্রতিনিধি

২০১৪- ১৫ অর্থ- বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থী তথা দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের উপর ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ মিনিটের লার্জ ফর্মেট ডিজিটাল ফিল্ম নির্মাণ
- নভোথিয়েটারের প্ল্যানিটেরিয়ামে ডিজিটাল প্রজেকশন সিস্টেম স্থাপন
- প্ল্যানিটেরিয়ামের বিদ্যমান অপটো মেকানিক্যাল সিস্টেমকে আপগ্রেড করণ
- মহাকাশ বিষয়ক ৫টি ডিজিটাল ফিল্ম সংগ্রহ
- ২টি নতুন এ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম প্রদর্শন
- ৪০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ৫- ডি মুভি থিয়েটার স্থাপন
- ১৪টি সায়েন্টিফিক এবং ১৬টি ডিজিটাল এক্সিবিটস স্থাপন
- রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়ায় দেশের জনগণকে পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নভোথিয়েটারে অত্যাধুনিক ৩- ডি প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশের

একমাত্র Nuclear Industry Information Centre স্থাপন

- নভোথিয়েটারে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন
- ২০১৪-১৫ অর্থ-বৎসরে নভোথিয়েটারে ১, ৫৫, ০০০ জন দর্শক সমাগম এবং প্রায় ১. ২০ কোটি টাকা আয় হয়েছে যা গত অর্থ বছরের তুলনায় বেশি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

www.nmst.gov.bd

পটভূমি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৬ এপ্রিল, ১৯৬৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকায় একটি বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বর্তমানে ঢাকার আগারগাঁও-এ নিজস্ব কমপ্লেক্সে জাদুঘরটির কার্যক্রম চলছে।

ভিশন

একটি বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠন করা